বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ
www.bb.org.bd

এক্যুইটি এন্ড অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীপ ফান্ড ইউনিট

ইইএফ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০২০

তারিখঃ ১২ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং
আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:।

প্রিয় মহোদয়,

অন্ট্র্যাপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ড (ইএসএফ) এর আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ইএসএফ ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে EOI দাখিল প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৫ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ/২১ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ তারিখে ইস্যুকৃত ইইএফ সার্কুলার নং-৩৫/২০১৮ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। অত্র সার্কুলারের সাথে "Entrepreneurship Support Fund (ESF)" সংক্রান্ত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক এবং আইসিটি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট **ইএসএফ নীতিমালা, ২০১৮** সংযোজন করা হয়েছিল ।

উক্ত ইএসএফ নীতিমালা, ২০১৮ সহজ ও উদ্যোক্তা বান্ধব করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়ন করা হলোঃ

অনুচ্ছেদ	বিদ্যমান ইএসএফ নীতিমালা, ২০১৮ এর নির্দেশনা	ইএসএফ নীতিমালা, ২০১৮ এর সংশোধিত নির্দেশনা
৩.৫	'এজেন্সী এগ্রিমেন্ট' দ্বারা ইইএফ সংক্রান্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে ২৬ ডিসেম্বর, ২০০০ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিকে বুঝাবে।	'এজেন্সি এগ্রিমেন্ট' দ্বারা ইইএফ এবং ইএসএফ সংক্রান্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে যথাক্রমে ২৬ ডিসেম্বর, ২০০০ এবং ২০ মে, ২০১৯ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিকে বুঝাবে।
৩.৬	'সাব-এজেন্সী এগ্রিমেন্ট' দ্বারা ইইএফ সংক্রান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মধ্যে ০১ জুন, ২০০৯ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিকে বুঝাবে।	'সাব-এজেন্সি এগ্রিমেন্ট' দ্বারা ইইএফ এবং ইএসএফ সংক্রান্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মধ্যে যথাক্রমে ০১ জুন, ২০০৯ এবং ২০ মে, ২০১৯ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিকে বুঝাবে।
৩.২০	'মূলধনি যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্প' বলতে সেসব প্রকল্পকে বুঝাবে যেসব প্রকল্পের কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে পণ্য (Finished Product) উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত যন্ত্রের ব্যবহার অত্যাবশ্যক এবং যেসব প্রকল্পে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ৬০% অর্থ স্থানীয়/আমদানীতব্য যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহ, ডিউটি, ট্যাক্স, বীমা, সংস্থাপন ইত্যাদি খাতে ব্যয় হয়ে থাকে। পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত মূল যন্ত্রপাতির সাথে সহায়ক যন্ত্রপাতির (যেমন : জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন, weighing bridge ইত্যাদি) মূল্যও এখাতে অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতভুক্ত প্রকল্প এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।	'মূলধনি যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্প' বলতে সেসব প্রকল্পকে বুঝাবে যেসব প্রকল্পের কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে পণ্য (Finished Product) উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত যন্ত্রের ব্যবহার অত্যাবশক। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতভুক্ত প্রকল্প এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২২	'মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান' দ্বারা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ও বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে। এছাড়া আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ও সোনালী ইনভেস্টমেন্ট লিঃও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হবে।	'মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান' দ্বারা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ও বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে। এছাড়া আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃও মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩.২৪	'উদ্যোক্তার পরিবার' বলতে উদ্যোক্তার স্ত্রী/স্বামী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং উদ্যোক্তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।	"ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১" এর ১৪(ক) ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'উদ্যোক্তার পরিবার' বলতে উদ্যোক্তার স্ত্রী/স্বামী, পুত্র, কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন এবং উদ্যোক্তার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গকে বুঝাবে।
৩.২৬	<u>নারী উদ্যোক্তার সংজ্ঞা</u> বিদ্যমান নীতিমালায় নারী উদ্যোক্তার সংজ্ঞা নেই।	<u>নারী উদ্যোক্তার সংজ্ঞা</u> যে সকল প্রকল্পের ন্যূনতম ৫১% শেয়ারের মালিক নারী এবং প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তথা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নারীর উপর থাকবে ঐ সকল প্রকল্প 'নারী উদ্যোক্তা' প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।
৪.১(গ)	প্রকল্প মূল্যায়নের সময় কমিটির সভায় প্রস্তাবিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	অবলুপ্ত করা হলো।
৪.২(গ)	প্রকল্প মূল্যায়নের সময় কমিটির সভায় প্রস্তাবিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।	অবলুপ্ত করা হলো।
৭.১	**<u>মোট প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ ও ঋণ সহায়তার পরিমাণঃ</u>** 'খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক' খাতের প্রকল্প ব্যয় সর্বনিম্ন ০.৮০ কোটি টাকা হতে সর্বোচ্চ ০৫.০০ কোটি টাকা এবং 'যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্প' এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ESF এর ঋণ সহায়তার জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে।	**<u>মোট প্রকল্প ব্যয়ের পরিমাণ ও ঋণ সহায়তার পরিমাণঃ</u>** ৭.১ (ক) 'খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক' খাতের প্রকল্প ব্যয় সর্বনিম্ন ০.৮০ কোটি টাকা হতে সর্বোচ্চ ০৫.০০ কোটি টাকা এবং 'যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্প এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ESF এর ঋণ সহায়তার জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে। ৭.১ (খ) নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয় এর নিম্নসীমা ০.৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হবে; এবং ৭.১ (গ) কুমিরের খামারের (প্রজনন ও লালন পালন) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৮.০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ESF এর ঋণ সহায়তার জন্য বিবেচনাযোগ্য হবে।
৮.১	**<u>প্রকল্পের অর্থায়ন কাঠামোঃ</u>** উদ্যোক্তা কর্তৃক মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বনিম্ন ৫১% কোম্পানির এক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করতে হবে এবং ESF হতে মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৪৯% মেয়াদি ঋণ হিসেবে প্রদান করা হবে।	**<u>ESF প্রকল্পের অর্থায়ন কাঠামোঃ</u>** উদ্যোক্তা কর্তৃক মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বনিম্ন ৫১% কোম্পানির এক্যুইটি হিসেবে বিনিয়োগ করতে হবে এবং ESF হতে মোট প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৪৯% মেয়াদি ঋণ হিসেবে প্রদান করা হবে। যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোতে ৫১% বিনিয়োগ সম্পন্ন না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতি আমদানিতে এলসি মার্জিনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।

৯	**খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ঋণ সহায়তার জন্য জমির প্রকৃতিঃ** "খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক" খাতে খাত ভিত্তিক জমির পরিমাণ ও খন্ডসংখ্যা 'পরিশিষ্ট-১' এ দেখানো হলো । এছাড়া প্রস্তাবিত প্রকল্পের জমি অবশ্যই এক ফসলী, পতিত বা অনাবাদী হতে হবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে নতুন হতে হবে। পুরাতন কোন প্রকল্পে বা বিদ্যমান কোন প্রকল্পের রিনোভিশনের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে না। প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও স্থল পথে যাতায়াতের বা পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। লিজকৃত কোন জমি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সাফ কবলা দলিলের মাধ্যমে প্রকল্পের নামে জমি ক্রয়, মিউটেশন ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নামে জমি/ফ্ল্যাট থাকার বিষয়টি ঐচ্ছিক হবে।	**খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পে ঋণ সহায়তার জন্য জমির প্রকৃতিঃ** (ক)"খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক" খাতে খাত ভিত্তিক জমির পরিমাণ ও খন্ডসংখ্যা 'পরিশিষ্ট-১' এ দেখানো হলো । এছাড়া প্রস্তাবিত প্রকল্পের জমি অবশ্যই এক ফসলী, পতিত বা অনাবাদী হতে হবে। তবে, উচ্চ ফলনশীল শস্যের বীজ উৎপাদন, ফুল চাষ এবং ঘাস চাষের জমি ফসলী বা আবাদী হতে হবে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে নতুন হতে হবে। পুরাতন কোন প্রকল্পে বা বিদ্যমান কোন প্রকল্পের সংস্কারের (Renovation) জন্য ঋণ প্রদান করা হবে না। প্রকল্পে যাতায়াতের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও প্রকল্পের মূল খন্ডে (যেখানে প্রকল্পের স্থাপনা তৈরী করা হবে) স্থলপথে যাতায়াতের জন্য যানবাহন চলাচলের উপযোগী সরকারী রাস্তা/নিজস্ব উদ্যোগে তৈরী রাস্তা আবশ্যিকভাবে থাকতে হবে। অন্যান্য খন্ডের সাথে প্রথাগত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি রাস্তার ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রস্তাবিত রাস্তার জন্য নির্ধারিত জমি প্রকল্পের জমির অতিরিক্ত হিসেবে আইসিবি এর অনুকূলে পাওয়ার অব এটর্নিসহ রেজিস্টার্ড মর্টগেজ করতে হবে। খ. দুগ্ধ ও বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্পের ভূমি একাধিক খন্ডে বিভক্ত হলে গাভী লালন পালনের জন্য শেড নির্মাণ এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ন্যূনতম ১ (এক) একর উঁচু ভূমি অবশ্যই এক খন্ডে থাকতে হবে। অনিবার্য কারণ বশতঃ স্থাপনা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ১ (এক) একর ভূমি সংগ্রহ করতে না পারলে মোট প্রকল্প ভূমির পরিমাণ ঠিক রেখে স্থাপনা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০% পর্যন্ত শিথিলযোগ্য হতে পারবে। ঘাস উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত ভূমি বন্যামুক্ত এবং বর্ষাকালে পানি জমে থাকে না এমন প্রকৃতির হতে হবে। গ) হাঁস-মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন (পোল্ট্রি হ্যাচারী) প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি দুই খন্ডে বিভক্ত হলে তা অবশ্যই সর্বোচ্চ ৫০০ মিটার (অর্ধ কিলোমিটার) ব্যাসের মধ্যে হতে হবে। তবে, এক্ষেত্রে শেড নির্মাণ এবং ডিম হতে বাচ্চা উৎপাদন হ্যাচারী ইউনিটের জন্য নূন্যতম ২৫০ শতাংশ বা ২.৫ একর ভূমি অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে। ঘ) একাধিক খন্ডের প্রকল্পভূমির মধ্যে খন্ডসমুহ সর্বোচ্চ ১ কি: মি: দূরত্বের মধ্যে থাকতে হবে। তবে উচ্চ ফলনশীল শস্যের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও কাঙ্খিত পরাগায়নের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে খন্ডসমূহ সর্বোচ্চ ২ কি:মি: ব্যাসার্ধের মধ্যে হতে হবে। উল্লেখ্য, কাঙ্খিত পরাগায়নের জন্য প্রকল্পের আশে পাশের ফসল থেকে নির্ধারিত দুরত্ব বজায় রাখা বাঞ্চনীয় এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বশেষ প্রকাশিত

		বীজ বিধিমালা অনুসরণপূর্বক বীজ উৎপাদন করতে হবে। এ ছাড়া টিস্যু কালচারের মাধ্যমে আলু বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন, মূল্যায়ন এবং নিবন্ধন নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে। ঙ) লীজকৃত কোন জমি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সাফ কবলা দলিলের মাধ্যমে প্রকল্পের নামে জমি ক্রয় মিউটেশন ও হালনাগাদ খাজনা পরিশোধ করতে হবে। চ) আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নামে জমি/ফ্ল্যাট থাকার বিষয়টি ঐচ্ছিক বলে বিবেচিত হবে।
১০.২	**আবেদনকারীর(ব্যক্তি) যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ** আবেদনকারীকে একজন ব্যাংক হিসাবধারী ও কর প্রদানকারী হতে হবে এবং কর বিবরণীর IT-10B এর সম্পদই শুধুমাত্র তাঁর আর্থিক সামর্থ্যতা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হবে।	**আবেদনকারীর(ব্যক্তি) যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ** আবেদনকারীকে একজন ব্যাংক হিসাবধারী ও কর প্রদানকারী হতে হবে এবং কর বিবরণীর IT-10B এর সম্পদই শুধুমাত্র তাঁর আর্থিক সামর্থ্যতা হিসেবে বিবেচনায় নেয়া হবে। প্রকল্পটি শর্টলিস্টভূক্তির পর পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত সকল উদ্যোক্তার IT-10B আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে। তবে IT-10B তে প্রদর্শিত সম্পত্তি বা স্বর্ণের মূল্য প্রদর্শিত না থাকলে জমির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মৌজা রেট এবং স্বর্ণের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% হারে মূল্য বিবেচনায় নিয়ে সম্মিলিতভাবে উদ্যোক্তাদের আর্থিক সামর্থ্যতা (নীট সম্পদ মূল্য) নির্ধারণ করা যাবে।
১০.৪	একজন উদ্যোক্তা খাত নির্বিশেষে কেবলমাত্র একটি প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন।	একজন উদ্যোক্তা খাত নির্বিশেষে কেবলমাত্র একটি প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তবে, যে সকল উদ্যোক্তা ইইএফ/ইএসএফ হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনরূপ আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতীত পরিশোধ করেছেন তাঁরা পুনরায় নতুন কোন প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ইএসএফ ঋণ সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল উদ্যোক্তা ইইএফ/ইএসএফ ঋণের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু শর্ট লিস্টভুক্ত হননি বা যে সকল উদ্যোক্তার মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পের মঞ্জুরি ইইএফ হতে অর্থ ছাড়ের পূর্বে বাতিল করা হয়েছে তাঁরাও ESF ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
১০.১২	বিদ্যমান নীতিমালায় নেই। তবে, নীতিমালার সাথে প্রণীত গাইডলাইনের ৮ নং অনচ্ছেদে “ইএসএফ এর আওতায় একই পরিবারের একাধিক প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হবে না” মর্মে উল্লেখ রয়েছে।	ইএসএফ এর আওতায় একই পরিবারে একাধিক প্রকল্পে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হবে না। তবে, ভাই-বোন স্বাবলম্বী এবং তাঁরা পৃথক পরিবারভুক্ত হলে যথাযথ প্রামাণিক দাখিল সাপেক্ষে ESF হতে ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১১.৩	কোম্পানির সদস্য সংখ্যা নির্বিশেষে ০১ (এক) জন সদস্য ইস্যুকৃত মোট শেয়ারের ৮০% এর অধিক শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না। EOI এ বর্ণিত সদস্যগণের শেয়ার প্রকল্প মঞ্জুরির পূর্বে অন্য কারো নিকট হস্তান্তর এবং পরিচালক পর্ষদ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে এ সময়ে কোন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরি বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে শুধুমাত্র উত্তরাধিকারীদের নিকট শেয়ার হস্তান্তর এবং সে মোতাবেক পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন করা যাবে।	কোম্পানির সদস্য সংখ্যা নির্বিশেষে ০১ (এক) জন সদস্য ইস্যুকৃত মোট শেয়ারের ৮০% এর অধিক শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না । ইএসএফ ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থাকাকালীন সময়ে দেশের প্রচলিত বিধি বিধান পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরি বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৩৩% শেয়ার হস্তান্তর এবং সে মোতাবেক পরিচালনা পর্ষদ পরিবর্তন করা যাবে। তবে এ সময়ে কোন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে মৃত ব্যক্তির সমুদয় শেয়ার দেশের প্রচলিত বিধি বিধান পরিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরি বোর্ডের পূর্বানুমোদনক্রমে হস্তান্তর এবং সে মোতাবেক পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন করা যাবে।
১২.১	**<u>EOI দাখিল ফিঃ</u>** খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক খাতে প্রকল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে EOI দাখিল করতে হবে। EOI এর সাথে ফি হিসেবে "উদ্যোক্তা সহায়ক তহবিল" শিরোনামে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট্ দাখিল করতে হবে।	**<u>EOI দাখিল ফিঃ</u>** খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক খাতে প্রকল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে EOI দাখিল করতে হবে। EOI এর সাথে ফি হিসেবে "ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক" এর অনুকূলে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট্ দাখিল করতে হবে।
১২.২	নির্ধারিত Format এ EOI দাখিল করতে হবে।	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অনলাইনে EOI দাখিল করতে হবে । অনলাইনে দাখিলকৃত EOI এর মুদ্রিত কপিও দাখিল করতে হবে। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে EOI এর মুদ্রিত কপি দাখিলের বাধ্যবাধকতা পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে শিথিল করতে পারবে।
১২.৪	আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ ইএসএফ উইং, আইসিবি হতে অফেরতযোগ্য ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যে বিস্তারিত গাইডলাইনসহ EOI এর নির্ধারিত ফরম ক্রয়পূর্বক তা যথাযথভাবে পূরণ করে সরাসরি আইসিবিতে দাখিল করবে।	আইসিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ ইএসএফ উইং, আইসিবি হতে অফেরতযোগ্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা মূল্যে বিস্তারিত গাইডলাইনসহ EOI এর নির্ধারিত ফরম ক্রয়পূর্বক তা যথাযথভাবে পূরণ করে সরাসরি আইসিবিতে দাখিল করবে।
১৩.৭	**<u>EOI এর সাথে দাখিলযোগ্য দলিলাদিঃ</u>** খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনকারী কোম্পানির নামে হস্তান্তরযোগ্য/হস্তান্তরকৃত এবং বন্ধকের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ, তফসিল, মৌজা ম্যাপের সাথে মিল করে খন্ড নির্ণয় ও বিন্যাস ইত্যাদি তথ্যাদি আবেদন দাখিলের সময় সরবরাহ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রকল্পের জমি পরিবর্তন করা যাবে না।	**<u>EOI এর সাথে দাখিলযোগ্য দলিলাদিঃ</u>** খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনকারী কোম্পানির নামে হস্তান্তরযোগ্য/হস্তান্তরকৃত এবং বন্ধকের জন্য প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ, তফসিল, মৌজা ম্যাপের সাথে মিল করে খন্ড নির্ণয় ও বিন্যাস ইত্যাদি তথ্যাদি আবেদন দাখিলের সময় সরবরাহ করতে হবে। পরবর্তীতে প্রকল্পের জমি অনিবার্য কারণবশতঃ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে শুধুমাত্র এক বার পরিবর্তন করা যাবে। তবে পরিবর্তিত জমি অবশ্যই EOI এ প্রস্তাবিত জমির ১ কিঃমিঃ এর মধ্যে হতে হবে। একাধিক খন্ড হলে সর্বোচ্চ দুরবর্তী দু'টি খন্ডের দুরত্ব এবং জমির প্রকৃতি অত্র নীতিমালার শর্ত মোতাবেক হতে হবে।

১৭.১	প্রকল্পটি কারিগরি দিক থেকে উপযুক্ত, মানসম্পন্ন, বাংলাদেশের লাগসই প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। আইসিবি এর মূল্যায়নে যে সকল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কারিগরি, আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে উপযুক্ত ও লাভজনক মর্মে প্রতিপন্ন হবে, সে সকল প্রতিষ্ঠান ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।	প্রকল্পটি কারিগরি দিক থেকে উপযুক্ত, মানসম্পন্ন, বাংলাদেশের লাগসই প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। সে সাথে দেশে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন করতে হবে। আইসিবি এর মূল্যায়নে যে সকল আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কারিগরি, আর্থিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে উপযুক্ত ও লাভজনক মর্মে প্রতিপন্ন হবে, সে সকল প্রতিষ্ঠান ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।
১৭.৫	**প্রকল্প অনুমোদনের মানদন্ডঃ** খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পের প্রস্তাবিত ভূমির মালিকানা কোম্পানির নামে সাফ-কবলা দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হতে হবে এবং প্রকল্পভূমির ন্যূনতম পরিমাণ এবং খন্ড নীতিমালায় বর্ণিত (পরিশিষ্ট-১) তালিকা অনুযায়ী হতে হবে। উল্লেখ্য, একাধিক খন্ডের প্রকল্পভূমির ক্ষেত্রে খন্ডসমূহ সর্বোচ্চ ১ কিঃ মিঃ দুরত্বের মধ্যে থাকতে হবে এবং খন্ডসমূহের মধ্যে স্থল পথে যাতায়াতের জন্য যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা থাকতে হবে।	**প্রকল্প অনুমোদনের মানদন্ডঃ** প্রস্তাবিত ভূমির মালিকানা কোম্পানির নামে সাফ-কবলা দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হতে হবে এবং প্রকল্পভূমির ন্যূনতম পরিমাণ এবং খন্ড অত্র নীতিমালার পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী হতে হবে। উল্লেখ্য, একাধিক খন্ডের প্রকল্পভূমির ক্ষেত্রে খন্ডসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ দূরত্ব ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নীতিমালার ৯ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক হতে হবে।
২০.২	**মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পের অনুকূলে ESF এর অর্থ ছাড়করণঃ** সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশ বিনিয়োগের বিষয় নিশ্চিত হয়ে আইসিবিতে কিস্তির অর্থ ছাড়করণের সুপারিশ প্রেরণ করবে। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও আইসিবি'র প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত যৌথ পরিদর্শন দল কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্পটি পরিদর্শন করে উদ্যোক্তার অংশের বিনিয়োগের (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ৫১%) বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নথি নিরীক্ষণ সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। এ পরিদর্শনে প্রকল্প ভূমি/প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি, পূর্ববর্তী ১২(বার) বছরের বায়া দলিলসমূহ, উদ্যোক্তাদের ওয়ারিশান সম্পত্তি হলে সংশ্লিষ্ট পর্চা/খতিয়ানসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এবং কোম্পানির নিবন্ধন সংক্রান্ত দলিলাদি RJSC এর কার্যালয়ে যাচাই করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি কিস্তির অর্থ, পূর্ববর্তী কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সদ্ব্যবহার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ছাড় করা হবে। প্রকল্পের ধরণ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিবিচেনায় নিয়ে মোট মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ ন্যূনতম ৩(তিন) কিস্তিতে এবং সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কিস্তিতে ছাড় করা হবে; তবে একক কিস্তির পরিমাণ কোনক্রমেই মোট ঋণের ৪০% এর অধিক হবে না। কিস্তির অর্থ আইসিবি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় নিয়মাচার পরিপালনপূর্বক কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে একাউন্ট-পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। আইসিবি কোন উদ্যোক্তা বা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে সরাসরি কোন চেক প্রদান করবে না।	**মঞ্জুরিকৃত প্রকল্পের অনুকূলে ESF এর অর্থ ছাড়করণঃ** (ক) সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পে উদ্যোক্তার অংশ বিনিয়োগের বিষয় নিশ্চিত হয়ে আইসিবিতে কিস্তির অর্থ ছাড়করণের সুপারিশ প্রেরণ করবে। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও আইসিবি'র প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত যৌথ পরিদর্শন দল কর্তৃক সরেজমিনে প্রকল্পটি পরিদর্শন করে উদ্যোক্তার অংশের বিনিয়োগের (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ন্যূনতম ৫১%) বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নথি নিরীক্ষণ সাপেক্ষে প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। এ পরিদর্শনে প্রকল্প ভূমি/প্রস্তাবিত বন্ধকী সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি, পূর্ববর্তী ১২(বার) বছরের বায়া দলিলসমূহ, উদ্যোক্তাদের ওয়ারিশান সম্পত্তি হলে সংশ্লিষ্ট পর্চা/খতিয়ানসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এবং কোম্পানির নিবন্ধন সংক্রান্ত দলিলাদি RJSC এর কার্যালয়ে যাচাই করতে হবে। পরবর্তী প্রতিটি কিস্তির অর্থ, পূর্ববর্তী কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সদ্ব্যবহার সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ছাড় করা হবে। প্রকল্পের ধরণ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিবিচেনায় নিয়ে মোট মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ ন্যূনতম ৩(তিন) কিস্তিতে এবং সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কিস্তিতে ছাড় করা হবে; তবে একক কিস্তির পরিমাণ কোনক্রমেই মোট ঋণের ৪০% এর অধিক হবে না। (খ) যন্ত্রপাতি নির্ভর প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো খাতে ৫১% বিনিয়োগ সম্পন্ন না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতি আমদানীতে L/C মার্জিন হিসেবে ৫১% এর অবশিষ্ট অংশ বিনিয়োগ করতে হবে। আমদানীতব্য মেশিনারীজ এর বিপরীতে মার্জিন বাদে এলসি এর অর্থ আইসিবি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলসি ওপেনিং ব্যাংককে

		প্রদান করবে এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে একক কিস্তির পরিমাণ ৪০% এর অধিক হতে পারে। (গ) কিস্তির অর্থ আইসিবি মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় নিয়মাচার পরিপালন পূর্বক কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে একাউন্ট-পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করবে। আইসিবি কোন উদ্যোক্তা বা কোম্পানির ব্যাংক হিসাবে সরাসরি কোন চেক প্রদান করবে না।
২২.৩.জ	প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন আইসিবিতে প্রেরণ।	প্রকল্প/প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি ত্রৈমাসিকে আইসিবিতে প্রেরণ করতে হবে।
পরিশিষ্ট-১	'প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ': পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য	'নারী উদ্যোক্তা' বিশিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ২০% শিথিলযোগ্য। তবে, কোন ক্ষেত্রেই তা ০১ (এক) একরের কম হবে না।
পরিশিষ্ট-১ ক্র. ২৯	উন্নত জাতের ষাঁড় হতে কৃত্রিম উপায়ে শুক্রানু (সিমেন) সংগ্রহপূর্বক অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ,	অবলুপ্ত করা হলো।

বর্ণিত নির্দেশনা ব্যতীত ইইএফ সার্কুলার-৩৫/২০১৮, তারিখঃ ০৫ আগস্ট, ২০১৮; ইইএফ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৮, তারিখ: ৯ অক্টোবর, ২০১৮; ইইএফ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৯, তারিখ: ২৮ মার্চ, ২০১৯ এবং ইইএফ সার্কুলার লেটার নং-০৩/২০১৯, তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এর অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে । বর্ণিত সংশোধনী সম্বলিত একটি পুর্ণাঙ্গ **ইএসএফ নীতিমালা ও EOI Form পূরণের নির্দেশিকা** এর সাথে সংযোজন করা হলো । উল্লেখ্য, নীতিমালার ১২.২ নং অনুচ্ছেদে অনলাইনে EOI দাখিলের শর্ত থাকলেও আপাততঃ নির্ধারিত Format এ হার্ডকপিতে EOI দাখিল করতে হবে। অনলাইনে EOI দাখিলের বিষয়টি পরবর্তীতে সার্কুলারের মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(পরিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)
মহাব্যবস্থাপক
ইইএফ ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৯৫৩০২১২
E-mail : parimal.chakraborty@bb.org.bd